# সলাতুন নাবী ﷺ

শায়খ আব্দুল মান্নান বিন হিদায়াতুল্লাহ رحمهما الله

# صلاة النبى ﷺ

التاليف: الشيخ العلامة عبد المنان بن هداية الله رحمه الله
التقديم: الشيخ محمد عبد الرب عفان المدني
المراجعة: الشيخ عبد الله شاهد المدني

# সলাতুন নাবী ﷺ

রাসূল ﷺ বলেন, তোমরা সেভাবে সালাত পড়ো,
**যেভাবে আমাকে সালাত পড়তে দেখেছ**
(বুখারী ৬০০৮, মিশকাত ৬৮৩)

**প্রণেতা: শায়খ আব্দুল মান্নান বিন হিদায়াতুল্লাহ** রহিমাহুল্লাহ
বিশিষ্ট আলিম, মুহাদ্দিস, মুফতী ও বহু গ্রন্থ প্রণেতা
**ভূমিকা: শাইখ মুহাম্মাদ আব্দুর রব আফফান মাদানী**
দাঈ, দ্বীরা ইসলামিক সেন্টার, রিয়াদ, সৌদি আরব

**সম্পাদনা: শাইখ আব্দুল্লাহ শাহেদ মাদানী**
মুহাদ্দিস, মাদরাসা মুহাম্মাদিয়া আরাবিয়া, উত্তর যাত্রাবাড়ি, ঢাকা

দারুল কারার
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের মান্যবর সভাপতি, মাসিক তর্জুমানুল হাদীসের সম্পাদক, ঢাকাস্থ রাজকীয় সৌদি দূতাবাসের সাবেক সিনিয়র কর্মকর্তা ও আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম-এর দাওয়াহ অ্যান্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের সাবেক চেয়ারম্যান খ্যাতনামা ইসলামি শিক্ষাবিদ **অধ্যাপক ড. আব্দুল্লাহ্ ফারুক** স্যারের

# অভিমত

إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد : فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ،

﴿أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾.

তাওহীদের পরেই মহান আল্লাহ যে বিষয়টির প্রতি সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করেছেন এবং কঠোরভাবে নির্দেশ প্রদান করেছেন সেটি নিঃসন্দেহে সলাত। অনেক গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত যেমন আজ সঠিকভাবে পালন করা হচ্ছে না তেমনি আজ সেগুলি মহানবী মুহাম্মদ ﷺ-এর তরীকা মোতাবেক আদায় হচ্ছে না।

অধিকাংশ মানুষ তো আমলের বিশুদ্ধতা যাচাইয়ের প্রয়োজনই মনে করে না। যে আমল সমাজে চালু আছে সেটাই করে থাকে। এমনকি আল্লাহর নৈকট্য লাভের সর্বশ্রেষ্ঠ মাধ্যম সলাতের ক্ষেত্রেও একই অবস্থা। অথচ সমাজে প্রচলিত সলাতের হুকুম-আহকাম অধিকাংশই ত্রুটিপূর্ণ। ফলে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সলাতের সাথে আমাদের অনেকেরই সলাতের কোনো মিল নেই। বিশেষ করে জাল ও যঈফ হাদীসের করালগ্রাসে রাসূল ﷺ-এর সলাত সমাজ থেকে প্রায় বিলীন হয়ে গেছে। এহেন অবস্থায় বিশুদ্ধ দলীলভিত্তিক একটি সলাত নির্দেশিকার বড় অভাব অনুভূত হয়।

আমার পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ও পিতৃব্য, যুগশ্রেষ্ঠ আলেম, মুনাযেরে ইসলাম, বহু গ্রন্থ প্রণেতা শাইখুল হাদীস আল্লামা আবূ নু'মান আব্দুল মান্নান বিন হেদায়েতুল্লাহ রহিমাহুল্লাহ-এর অমর সৃষ্টি "আমাকে যেভাবে সলাত পড়তে দেখেছ" গ্রন্থটির নতুন সংস্করণ "সলাতুন নাবী ﷺ" নামে প্রকাশিত হচ্ছে জেনে মহান আল্লাহর শুকরিয়া আদায়ের পাশাপাশি আমি হর্ষোৎফুল্ল। বইটির প্রথম মুদ্রণ নিঃশেষ হওয়া, এর ব্যাপক চাহিদা এবং সমাজের প্রতি আমাদের দায়বদ্ধতার অংশ হিসেবে এটির পুনঃমুদ্রণ জরুরি হয়ে পড়ে।

# প্রকাশকের কথা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

যাবতীয় প্রশংসা সমগ্র জগতের অধিপতি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার। তিনি এক ও অদ্বিতীয় মহাপরাক্রমশালী। আমরা একমাত্র তার নিকটেই ক্ষমা ও দয়া প্রার্থনা করি। আমি তার সমস্ত গুণাবলীর পূর্ণ অর্থবোধক ও পবিত্রতম শব্দ দ্বারা ব্যাপক প্রশংসা করছি। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই। আমাদের একমাত্র শ্রেষ্ঠ নেতা মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর রাসূল বন্ধু ও দাস। তিনি মানব জাতিকে সঠিক পথ দেখিয়ে আল্লাহর জীবন ব্যবস্থা কায়েম করার আহ্বান জানিয়েছেন। তাঁর প্রতি ও অন্য সকল নাবীগণের প্রতি দরূদ ও সালাম। মহান আল্লাহর বাণী,

﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾

আর আমি জ্বিন ও মানুষকে একমাত্র আমার ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করছি। (সূরা আয-যারিয়াত: ৫৬)

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা মানুষকে আনুগত্যের জন্য কিভাবে তাঁর ইবাদত করতে হবে সেগুলো রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কর্মময় জীবনে বাস্তবায়নের মাধ্যমে মুসলিম জনগণকে তা অনুসরণের জন্য আদেশ করেছেন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ ইবাদতের সকল বিষয়সমূহ নিজ কর্মময় জীবনে বাস্তবায়ন করে তাঁর উম্মতদেরকে অবহিত করেছেন। ইবাদতের বিভিন্ন বিষয়গুলোর মধ্যে অতি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত 'সালাত' বিষয়ে আমার পিতা শায়খ আব্দুল মান্নান বিন হিদায়াতুল্লাহ (রাহিমাহুল্লাহ) ২০০৮ সালে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার সাথে সান্নিধ্যলাভের পূর্বেই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সালাত বিষয় একটি গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর জীবদ্দশায় গ্রন্থটির পাড়ুলিপি সম্পন্ন হলেও মুদ্রন আকারে প্রকাশিত হয়নি।

সালাতের বিষয়ে অনেক বই থাকার পরেও এই বইটিতে ভিন্নতা রয়েছে। এখানে যুগোপযোগী সকল আলেম এবং সম্মানিত সকল মাযহাবের ইমাম ও তাদের সমসাময়িক সকল ইমাম, তাবেঈনসহ রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সাহাবাদের

# সম্পাদকের কথা

إن الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد

সলাত ইসলামের অন্যতম গুরুপূর্ণ একটি রুকন। কিয়ামতের মাঠে যে ব্যক্তি সলাতের হিসাব ঠিক থাকবে তার অন্য সব হিসাব সহজ করা হবে। এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে রচনার যেমন অভাব নেই, তেমনি এ বিষয়ে লেখনির প্রয়োজনেরও শেষ নেই।

বিষয়বস্তু একই হলেও প্রতিটি লেখকের লেখনিতে থাকে আলাদা রশদ, আলাদা তত্ত্ব-উপাত্য, আলাদা রচনাশৈলী, বৈশিষ্ট্য ও ধরন। আলোচ্য সলাতুন নাবী (সা.) গ্রন্থটিতে যে রীতি অনুসরণ করা হয়েছে, তন্মধ্যে একটি এই যে, কোনো মাসয়ালার গভীর থেকে গভীরে গিয়ে বিষয়টি সূক্ষ্মভাবে তুলে ধরা হয়েছে, যা সাধারণ পাঠক তো বটেই একজন আলিমের জন্যও রশদ হিসাবে কাজ করবে। মাসয়ালার সাব্যস্ত করতে সমর্থক হাদীসের রাবীদের চুলচেরা বিশ্লেষণ বইটির বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রে যুক্ত করেছে নতুন মাত্রা। সচরাচর সলাত শিক্ষা গ্রন্থগুলিতে যা অনুপস্থিত।

লেখক সম্পর্কে দু-একটি কথা না বললেই নয়। ফিকহ ও গভীর ইলমী বুঝ উদ্ঘাটনের ক্ষেত্রে তার যোগ্যতা নিতান্তই অতুলনীয়। বলতে পারি, নিকট অতীতে তার মতো যোগ্যতাসম্পন্ন কোনো বাংলাভাষী আলিম আর একটিও ছিলেন না। আর বর্তমান সময়ে বা ভবিষ্যতে হবে কিনা আল্লাহ ভালো জানেন। এমনই একজন বিজ্ঞ আলিমের বইয়ের সম্পাদনা আমার হাতে হবে, তা কখনোই ভাবিনি। মহান আল্লাহ আমাকে এই সৌভাগ্য দানে ধন্য করেছেন। আলহামদু লিল্লাহ।

বইটির বহুল প্রচার-প্রসার কামনা করে জ্ঞান-পিপাসু প্রতিটি মুমিনকেই এটি সংগ্রহ করার পরামর্শ দিচ্ছি। মহান আল্লাহ বইটিকে লেখক প্রকাশকসহ সংশ্লিষ্ট সকলের জন্য ইহ-পরকালীন কল্যাণের পাথেয় হিসাবে কবুল করে নিন। আমীন!

২৬/১১/২০২২

আব্দুল্লাহ শাহেদ

# صلاة النبي

# সলাতুন নাবী

রাসূল ﷺ বলেন, তোমরা সেভাবে সালাত পড়ো,

**যেভাবে আমাকে সালাত পড়তে দেখেছ**

(বুখারী ৬০০৮, মিশকাত ৬৮৩)

# সূচিপত্র


| | |
|---|---|
| লেখক সম্পর্কে কিছু | ২১ |
| ভূমিকা | ৩৩ |
| নিয়ত মুখে নয় অন্তরে | ৩৭ |
| পানির বর্ণনা | ৪৬ |
| পানীয় বিষয়ে বিবিধ আলোচনা | ৪৯ |
| আবদ্ধ পানিতে পেশাব ও জানাবাতের গোসল নিষেধ | ৫০ |
| অ-পবিত্রকে পবিত্র করার বিধান | ৫৬ |
| দুগ্ধপোষ্য শিশুর পেশাবের বিধান | ৫৮ |
| দিবাগাত দ্বারা চামড়া পাক হয় | ৫৯ |
| অপবিত্র বস্তু জড় কিংবা তরল পদার্থ হোক জুতা বা চামড়ার মুজায় লাগলে তা মাটিতে ঘষলেই পাক হবে | ৬১ |
| ইস্তিঞ্জার নিয়ম-বিধান | ৬২ |
| পেশাব-পায়খানার আদব কায়দা | ৬৫ |
| দাঁতনের বিবরণ | ৭০ |
| ভারী না হলে সকল সালাতেই উম্মাতের প্রতি মিসওয়াক ফরজ হতো | ৭২ |
| ওজূর বর্ণনা | ৭৩ |
| অন্তরে নিয়তের পর বিসমিল্লাহ বলে ওজূ আরম্ভ করবে | ৭৫ |
| মুখ ও নাকের পানি একই সাথে, নাকি আলাদা | ৭৯ |
| দু-হাত দিয়ে সম্পূর্ণ মুখমণ্ডল ধৌত করা | ৮০ |

| | |
|---|---|
| ডান পা ও পরে বাম পা গিরা সমেত ধৌত করবে | ৮৫ |
| খেজুর ভেজানো শরবতে ওজূ হবে না | ৮৭ |
| ওজূ ভঙ্গের কারণ | ৮৮ |
| যে-কোন অবস্থাতে বিভোর ঘুমে ঘুমিয়ে পড়লে ওজূ নষ্ট হয় | ৯০ |
| মুখ ভরা বমনে (বমিতে), নাকের রক্তপাতে ও উচ্চ হাসিতে ওজূ নষ্ট হয় না | ৯২ |
| স্ত্রী চুম্বনে ও স্পর্শে ওজূ নষ্ট হয় না | ৯৪ |
| পেশাব-পায়খানার দ্বার ছাড়া যে-কোন জায়গা দিয়ে কম-বেশি রক্তপাত হলে ওজূ নষ্ট হবে না | ৯৬ |
| উটের মাংস খেলে ওজূ করতে হয় | ৯৯ |
| ওজূ শেষে ওজূর অঙ্গগুলি মুছা যায় কি না | ৯৯ |
| তায়াম্মুমের বিবরণ | ১০০ |
| একমাত্র মাটিতেই তায়াম্মুম | ১০৩ |
| তায়াম্মুম করার নিয়মাবলী | ১০৫ |
| আহত ব্যক্তির মাসাহ ও তায়াম্মুমের বিধান | ১০৮ |
| ওজূ-গোসল সমাধা করার মতো পানি না পাওয়া গেলে অনির্দিষ্টকালের মতো তায়াম্মুম করে সালাত পড়বে | ১০৮ |
| গোসলের গুরুত্ব | ১১০ |
| গোসলের বিবরণ | ১১০ |
| জানাবাতের গোসলের নিয়ম-বিধান | ১১৩ |
| জানাবাতের গোসলে শরীর মর্দন করতে হবে | ১১৬ |
| হায়েজকালীন স্ত্রী সহবাস নিষেধ | ১১৭ |
| হায়েজের সময়সীমা | ১২১ |
| মহিলাদের কাপড়ে হায়েজের রক্ত লেগে গেলে কাঠি বা নখ বা পানি দিয়ে সাফ করবে | ১২৫ |
| মহিলাদের স্বপ্নদোষ হলে গোসল ফরজ | ১২৬ |
| হায়েজ ও নিফাসের গোসল | ১২৭ |
| মহিলাদের জানাবাত ও হায়েজের গোসলে চুলের বেনী ও খোপা প্রসঙ্গ | ১২৭ |
| জানাবাত অবস্থায় নর-নারীগণকে নাপাক বলা চলে না | ১৩০ |
| মাসনূন গোসলের বিবরণ | ১৩৩ |
| ওজূর অঙ্গগুলি গোসলের সময় আবারও কি ধৌত করা ওয়াজিব | ১৩৬ |
| মাসজিদের বর্ণনা | ১৩৭ |

| | |
|---|---|
| প্রবাস হতে ফিরে সালাত | ২০৩ |
| আজানের বিবরণ | ২০৩ |
| আজানের শব্দগুলি উচ্চকণ্ঠে লম্বা টানে হবে | ২০৯ |
| মুয়াজ্জিনের ফযীলত | ২১১ |
| আযান পর যে-কোন কাজে লিপ্ত হওয়ার বিধান | ২১৪ |
| নির্জনে আজানসহ সালাত আদায়ের ফজীলত | ২১৫ |
| ফজরের ১ম আজানে আস-সালাতু খাইরুম মিনান নাওম বলবে | ২১৬ |
| জুমু‘আর আযানের বিবরণ | ২১৮ |
| প্রথম আজানের স্থান জাওরার গবেষণা | ২২৩ |
| কোনো সাহাবী বা কোনো খলাফায়ে রাশিদীনের ব্যক্তিগত উক্ত বা আচরণ দলীল নয় | ২২৫ |
| দুই আজান বিষয়ে সহীহ বুখারীর অনুবাদক ও ভাষ্যকার আল্লামা দাঊদ রাজ ﷺ-এর সিদ্ধান্ত | ২৩০ |
| ইক্বামাতের বিবরণ | ২৩১ |
| ইকামাতে ‘কাদক্বামাতিস সালাহ’ শব্দের জবাবে ‘কাদক্বামাতিস সালাহ’-ই বলবে | ২৩৫ |
| কাতারে ফাঁক রাখা বিদয়াত | ২৩৭ |
| মুসল্লীদের বড় শত্রু শয়তান থেকে সাবধান | ২৪৪ |
| সালাতে সর্বাঙ্গ কিবলামুখী হওয়া ফরজ | ২৪৬ |
| কোন্ কোন্ ব্যক্তির জন্য কিবলা ফরজ নয় | ২৪৯ |
| জুতা পরিহিত অবস্থায় সালাত | ২৫০ |
| সালাতের বর্ণনা | ২৫২ |
| নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকল মুসল্লীর পক্ষে দাঁড়িয়ে সালাত পাঠ ফরজ | ২৫৫ |
| পুরুষ-মহিলা নির্বিশেষে সকল মুসল্লীর করণীয় | ২৫৬ |
| পুরুষ ও মহিলাদের সালাত এক-অভিন্ন | ২৫৯ |
| আল্লাহু আকবর শব্দ দ্বারাই তাহরীমা বাঁধা ফরজ | ২৭১ |
| সালাতের এক অঙ্গ হতে অপর অঙ্গে গমণকালে আল্লাহু আকবার বলার সহীহ পদ্ধতি | ২৭৯ |
| বুকের উপর হাত স্থাপন করবে | ২৮০ |
| বুকে হস্তযুগল স্থাপন করার সহীহ হাদীস | ২৮৬ |
| বুকে হাত বাঁধার সপক্ষে আরো সহীহ হাদীস | ২৯০ |

| | |
|---|---|
| সালাত শুরু করার সময় (সানা পাঠ) | ৫৫৩ |
| রুকুর দু'আ | ৫৫৫ |
| রুকূ থেকে উঠে | ৫৫৭ |
| সিজদাহ্‌র যিক্‌র | ৫৫৭ |
| দুই সিজদাহ্‌র মাঝের গুরুত্বপূর্ণ দু'আ | ৫৬১ |
| তিলাওয়াতের সিজদাহ্‌য় দু'আ | ৫৬১ |
| শেষ বৈঠকে পঠনীয় দু'আসমূহ | ৫৬২ |
| তাশাহহুদ | ৫৬২ |
| দরূদ | ৫৬২ |
| দু'আ মাসূরাহ | ৫৬৩ |
| দু'আয়ে কুনূত | ৫৬৫ |
| ফরয নামাযের পরে যিক্‌র | ৫৬৭ |
| বিতরের নামাযের সালাম ফিরে | ৫৭১ |
| ঈদের তাকবীর | ৫৭১ |
| **কবর, জানাযা, মৃত আখিরাত, জান্নাত, জাহান্নাম** | ৫৭২ |
| দুঃসংবাদ মৃত্যুর সংবাদ শুনে বা কোন কিছু হারিয়ে গেলে দু'আ | ৫৭২ |
| মৃত ব্যক্তির চোখ বন্ধ করে দেয়ার সময় দু'আ | ৫৭২ |
| হঠাৎ মৃত্যু থেকে পানাহ চাওয়ার দু'আ | ৫৭৩ |
| উত্তম মৃত্যুর দু'আ | ৫৭৩ |
| মৃত্যুর কষ্ট থেকে বাঁচার দো'আ | ৫৭৩ |
| মৃত ব্যক্তির পরিজনকে সান্ত্বনা দিতে | ৫৭৩ |
| জানাযার সালাতে দু'আ | ৫৭৪ |
| শহীদ ব্যক্তির জানাযার দু'আ | ৫৭৫ |
| শিশু মাইয়্যিতের জন্য দু'আ | ৫৭৬ |
| লাশ কবরে রাখার সময় দু'আ | ৫৭৬ |
| মৃত ব্যক্তিকে দাফন করার পর দু'আ | ৫৭৭ |
| কবর যিয়ারতের সময় দু'আ | ৫৭৭ |
| কবরের আযাব থেকে মুক্তির দু'আ | ৫৭৮ |
| জান্নাত লাভের দু'আ | ৫৭৮ |
| জাহান্নাম থেকে মুক্তির দু'আ | ৫৭৮ |

| | |
|---|---|
| **মাসনুন দোয়াসমূহ** | ৫৭৯ |
| জ্ঞান বৃদ্ধির দু‘আ | ৫৭৯ |
| খাবার শুরু করার দু‘আ | ৫৭৯ |
| খাবার শেষ করে দু‘আ | ৫৮০ |
| নিদ্রা যাওয়ার দু‘আ | ৫৮০ |
| নিদ্রা থেকে উঠার দু‘আ | ৫৮০ |
| সন্তোষজনক কিছু ঘটলে বা দেখলে | ৫৮১ |
| ভবিষ্যতে কোন কাজের কথা বললে বলতে হয় | ৫৮১ |
| মনোরম কিছু দেখলে | ৫৮১ |
| হেফাযতের দু‘আ | ৫৮১ |
| ক্রোধ দমনের দু‘আ | ৫৮২ |
| ওপরে উঠা এবং নীচে নামার সময় দু‘আ | ৫৮২ |
| কুরবানীর দু‘আ | ৫৮২ |
| বার্ধক্যের দুঃখ-কষ্ট থেকে মুক্তির দু‘আ | ৫৮৩ |
| নতুন কাপড় পরার দু‘আ | ৫৮৩ |
| শরীর থেকে কাপড় খোলার সময় | ৫৮৪ |
| শত্রুর পক্ষ থেকে ভয় অনুভব হলে দু‘আ | ৫৮৪ |
| ঝড়-তুফানের সময় দু‘আ | ৫৮৪ |
| ইফতারের দু‘আ | ৫৮৪ |
| হেদায়াত লাভের দু‘আ | ৫৮৫ |
| গুপ্ত শির্ক হতে পানাহ চাইতে | ৫৮৫ |
| অসুস্থ রোগীকে দেখতে যাওয়ার দু‘আ | ৫৮৫ |
| উপকারীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশের দু‘আ | ৫৮৫ |
| দ্বীন ও আনুগত্য চাইতে | ৫৮৬ |
| হালাল উপার্জন ও ঋণ পরিশোধের দু‘আ | ৮৫৬ |
| মুসিবত থেকে পরিত্রাণের দু‘আ | ৫৮৬ |
| ঘর থেকে বের হতে | ৫৮৭ |
| যানবাহনে উঠার দু‘আ | ৫৮৭ |
| শবে ক্বদরে পঠনীয় দু‘আ | ৫৮৮ |
| দাওয়াত খাওয়ার পর দু‘আ | ৫৮৮ |

| | |
|---|---|
| ঘুমের পূর্বে | ৬০০ |
| দুঃখ-কষ্ট, দুশ্চিন্তা ও সংকটে | ৬০১ |
| ঈমান সার্বক্ষণিক ও দৃঢ় করতে | ৬০১ |
| জলযান চলাকালীন দু'আ | ৬০১ |
| জ্ঞান লাভ ও সৎ লোকের সাথী হওয়ার জন্যে | ৬০২ |
| ভাইয়ের জন্য | ৬০২ |
| আল্লাহর অনুগ্রহ ও ক্ষমা লাভের আশায় | ৬০২ |
| জান্নাতের অধিকারী হওয়ার জন্যে | ৬০২ |
| সহজ সরল পথে চলা ও করুণা লাভের জন্যে | ৬০২ |
| আশ্চর্য হলে | ৬০৩ |
| আলোক প্রাপ্তির জন্যে | ৬০৩ |
| আমল গৃহীত হওয়ার জন্যে | ৬০৩ |
| মুসলিম অবস্থায় মৃত্যু কামনায় | ৬০৩ |
| কর্মক্ষমতা ও বক্তব্য সুন্দর করে প্রকাশে | ৬০৩ |
| শয়তানের আগমন ও আক্রমণ হতে বাঁচতে | ৬০৪ |
| পাপ বিদূরিত করতে | ৬০৪ |
| কিয়ামত দিবসে লাঞ্ছনা থেকে বাঁচতে | ৬০৪ |
| পুনরুত্থান দিবসের অপমান হতে বাঁচতে | ৬০৪ |
| ক্ষমার জন্য দু'আ | ৬০৪ |
| কঠিন রোগ থেকে মুক্তির দু'আ | ৬০৫ |
| চোখের জ্যোতি বৃদ্ধির দু'আ | ৬০৫ |
| মাথা ব্যথা দূর করার জন্য দু'আ | ৬০৫ |
| বিপদ মুক্তির জন্য দু'আ | ৬০৬ |
| দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তির দু'আ | ৬০৬ |
| দুঃখ-কষ্ট দুশ্চিন্তা ও সংকটে | ৬০৬ |
| কোন লোক বিপদের সম্মুখীন হলে বলবে | ৬০৭ |
| শয়তানের প্ররোচনা থেকে মুক্তির দু'আ | ৬০৭ |
| হিদায়াতের পথে টিকে থাকার দু'আ | ৬০৮ |
| পিতা-মাতার জন্য সন্তানের দু'আ | ৬০৮ |
| আমাদের প্রকাশিত বইসমূহ | ৬০৮ |

# লেখক সম্পর্কে কিছু কথা

**শায়খের জন্মঃ** আল্লামা শায়খ আব্দুল মান্নান বিন হিদায়াতুল্লাহ ﵀ পশ্চিম বঙ্গের মুর্শিদাবাদ জেলার জঙ্গীপুর মহকুমাধীন রঘুনাথগঞ্জ থানার ইছাখালী গ্রামে এক ঐতিহ্যবাহী শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে (জন্ম নিবন্ধন অনুসারে) ১৯১১ খ্রিষ্টাব্দে মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা একজন উচ্চমানের যোগ্যতম আলেম ও আবেদ ছিলেন। জনগণের মাঝে ইসলামের বাণী প্রচার করতেন বলে হিদায়াতকারী হিসেবেও পরিচিতি লাভ করেন। আল্লামা হিদায়াতুল্লাহ ﵀ দীর্ঘ ৭ বৎসর দিল্লীতে অধ্যয়ন করেন জগদ্বিখ্যাত আলেম আল্লামা মিঞা নাজির হোসেনের নিকট। তিনি মুর্শিদাবাদ মালদহ বীরভূম জেলার খ্যাতনামা আলেম ও সু-বক্তা হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেন। মা আসুদা বেগমও একজন পর্দাশীলা আবেদা শিক্ষিতা মহিলা ছিলেন। কুরআন হাদীস বিশেষভাবে, ফিকহ মুহাম্মাদী" মহিলা সমাজে আলোচনা করতেন এবং শিক্ষা দিতেন। তিনি কুমারীকালে স্বপ্নে দেখেন যে, তিনি চারটি তারা এবং একটি চাঁদ হাতে পেয়েছেন, অতি আদরে পিঠে হাত বুলিয়ে শায়খকে বলতেন, তুমিই আমার সেই চাঁদ। তাই আল্লাহর ফজল করমে ভাই-বোন মা সকলের জানাযা তিনি নিজে পড়ান, অতঃপর শেষ বিদায় নেন।

**শিক্ষা ও বিবাহঃ** আল্লামা শায়খ আব্দুল মান্নান বিন হিদায়াতুল্লাহ ﵀ প্রাথমিক শিক্ষা শুরু করেন তাঁর যোগ্যতম পিতা আল্লামা হিদায়াতুল্লাহ ﵀-এর নিকট। বাল্য অবস্থায় তিনি হাডুডু, কুস্তি, লাঠি খেলা, দৌড়ঝাঁপ, সাঁতার কাটা, পানিতে ডুব দেওয়া ইত্যাদিতে বেশ পারদর্শী ছিলেন। তিনি দক্ষ ঘোড় সওয়ার এবং বলিষ্ঠ কুস্তিগীর ছিলেন।

ব্রিটিশ আমলে বিবাহ আইন পাশকালে শায়খ আল্লামা আব্দুল বাসিরের প্রথমা কন্যা আসিয়া বেগমের সাথে বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ হন। এহেন সুবাদে পিতার পর সুযোগ্য শ্বশুর আল্লামা আব্দুল বাসিরের নিকট গঙ্গাপ্রাসাদ মাদরাসায় ইসলামী জ্ঞানচর্চা শুরু করেন। তীক্ষ্ণ মেধাসম্পন্ন কুরআন-হাদীসের মহাপন্ডিত শায়খ আমজাদ হোসেনের নিকটও পড়াশুনা করেন। বহু গ্রন্থ প্রণেতা নুরুল ঈমানের লিখক আল্লামা আব্বাস আলীর নিকটও দীক্ষা নেন। অবিভক্ত বাংলার সিরাজগঞ্জ জেলার কামারখন্দ আলীয়া মাদরাসায় অধ্যয়ন করে, অতঃপর মাত্র ১ বৎসর পর দিল্লী যান। দিল্লীতে ১ বৎসর থাকার পর অসুস্থ হয়ে দেশে ফিরে আসেন। সুস্থ হয়ে পুনরায় দিল্লীর যুগশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস মুদাররিস বহুগ্রন্থ প্রণেতা আল্লামা আব্দুল

সালাম বাস্তাবী ﵀-এর নিকট বুখারী-মুসলিম ও তাফসীরে জালালাইন অধ্যয়ন পর সুনামের সাথে ১ম স্থান অধিকার করে দাওরা হাদীস সনদ লাভ করেন। দেশে ফিরে নিজ গ্রামে দারুল হুদা নামে মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করে শিক্ষকতার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। কিন্তু তাঁর জ্ঞানপিপাসা নিবারিত না হওয়ায় হিন্দুস্তানের উত্তর প্রদেশে বানারাসের তৎকালীন জগদ্বিখ্যাত মুহাদ্দিস আল্লামা মিঞা নাজির হোসেনের ছাত্র যুগশ্রেষ্ঠ আল্লামা শায়খ আবুল কাসিম বিন সাঈদ বানারসী ﵀-এর নিকট বুখারী মুসলিম ও কালামুর রহমান ইত্যাদি সুনামের সাথে অধ্যয়নের পর বুৎপত্তি অর্জন করে দেশে ফেরেন।

কর্মজীবন: আজীবনের জ্ঞানসাধক শায়খ স্বীয় শিক্ষা জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটিয়ে শিক্ষকতাকে পেশা হিসেবে বেছে নেন। পিতার জন্মস্থান মুর্শিদাবাদ জেলার গীরিয়া খেজুরতলায় মাত্র ৫ টাকা বেতনে কুরআন তরজমা ও বুলুগুল মারামের দারস দেন। পরবর্তীতে তাঁর সম্মানিত শ্বশুর আল্লামা আব্দুল বাসিরের সহকারী শিক্ষক হিসেবে গঙ্গাপ্রাসাদ মাদরাসায় আত্মনিয়োগ করেন। শায়খের শিক্ষাগুরু বহু গ্রন্থপ্রণেতা নুরুল ঈমানের লিখক আল্লামা আব্বাস আলী এবং গ্রাম্য ধর্মপ্রাণ মাতব্বরদের অনুরোধক্রমে নিজগ্রাম ইছাখালিতে দারুল হুদা মাদরাসার শ্রেণী পরিধি বাড়িয়ে সার্বিক দায়িত্ব নিজ হাতে গ্রহণ করেন এবং মুসলিম, আবূ দাউদ ইত্যাদি যোগ্যতার সাথে দারস দেন। বাংলাদেশেও বেশ কয়েকটি মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন। জনগণকে নিয়ে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা ও প্রধান ভূমিকায় রানীহাট মাদরাসা, জন্তীপুর মাদরাসা, জামুর মাদরাসা এবং সিরাজনগর মান্নানিয়া সালাফিয়া মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন। মাদরাসা উন্নয়নের ধারায় পরিধি বাড়ানোর নিমিত্তে প্রধান ভূমিকায় ছিলেন রোকনপুর মাদরাসা, গোস্তা মাদরাসা ও নগর সিনিয়র মাদরাসার। শায়খের প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানগুলো যেন আবহমানকাল পর্যন্ত টিকে থেকে সাদকায়ে জারিয়াহ হিসেবে সহীহ দ্বীনের আঞ্জাম দিয়ে আসতে পারে এবং এসব প্রতিষ্ঠান আল্লাহ তা'আলা শায়খের জান্নাতের অসীলা করে দেন আমীন। তিনি বাংলাদেশের আহলে হাদীসের কেন্দ্রীয় বিদ্যাপীঠ যাত্রাবাড়ি মাদরাসা মুহাম্মাদিয়া আরাবিয়াহর মুহাদ্দিস ও বংশাল বড় জামে মাসজিদের ইমাম ও খাতীব ছিলেন। এ ছাড়াও তিনি বিভিন্ন স্থানে বিভিন্নভাবে অনেক দ্বীনি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ইসলামের খেদমত করেছেন।

**হিন্দুস্থান হতে সাবেক পূর্ব পাকিস্তানে হিজরতের কারণ:** সম্মানিত শায়খ একজন স্বাধীনচেতা হকপন্থী, সত্য সন্ধানী লোক ছিলেন। ন্যায়-অন্যায়, হক ও বাতিলের চুলচেরা বিশ্লেষণ করতেন। ব্যক্তিগত বা সাংসারিক প্রয়োজনে শায়খ যখন শহরমুখী হতেন তখন মাঝে মধ্যে বিভিন্ন সমস্যা ও প্রশ্নের সম্মুখীন হতেন। যেমন হিন্দুরা দাড়ি স্পর্শ করে বলত, চাচা মিয়া! এটা দাড়ি-টুপির দেশ নয়,